যুগান্তর

তারিখ 21 DEC 2006
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৬

৪

আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা

যুক্তির সন্ধানে নবীন মেধা

মোঃ জিয়াউল হক সুমন

'শব্দ কথায় সাহস করে দাঁড়াই ঘুরে আজ' এ স্লোগানকে ধারণ করে গত ১২ থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, 'আর্টিজান সিরামিকস্ কাপ ১ম এনডিএফবিডি আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজ বিতর্ক প্রতিযোগিতা ২০০৬'। ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন বাংলাদেশের সহযোগিতায়, জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি ডিবেট অর্গানাইজেশনের আয়োজনে এবং আর্টিজান সিরামিকস্ লিমিটেডের অর্থায়নে বাংলাদেশের এ যাবৎকালের সর্ববৃহৎ এ আয়োজনে জাহাঙ্গীরনগরের সবুজ চত্বর একদিকে অতিথি পাখি, অন্যদিকে দেশ সেরা বিতার্কিকদের পদচারণায় মুখরিত হয়ে ওঠে। এ আয়োজনে ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, ইসলামী, কৃষি, শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশের প্রায় সব'টি সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের সেরা বিতার্কিকরা শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে মেতে ওঠেন।

১২ ডিসেম্বর

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিতার্কিকরা বিকেল ৪.০০টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় অডিটোরিয়ামের সেমিনার রুমে ব্রিফিং সেশনে মিলিত হন। ৩ দিনব্যাপী অনুষ্ঠিতব্য বিতর্ক প্রতিযোগিতার বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয় অর্থনীতি ও উন্নয়ন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিনিয়োগ এবং ক্ষুদ্রঋণের মতো সময়োপযোগী বিষয়সমূহ। বিতার্কিকরা এ দিন পরিচিত হন প্রচলিত ধারার বাইরে প্রাণবন্ত বিতর্কের নতুন সংস্করণ সনাতনী বিতর্ক এনডিএফবিডি সংস্করণ। ব্রিফিং সেশন শেষে সন্ধ্যা ৬টায় অতিথি বিতার্কিকদের জন্য আয়োজন করা হয় ঐতিহ্যবাহী পিঠা উৎসব। মঙ্গল প্রদীপের আলোয় এ সময় বর্ণিল হয়ে ওঠে অন্ধকার সবুজ চত্বর। ভাপা, চিতই, পাটিসাপটা, পুলিসহ নানা ঐতিহ্যবাহী পিঠা দিয়ে এ সময় দেশসেরা বিতার্কিক ও অভ্যাগতদের বরণ করা হয়।

সারাদেশ থেকে আসা বিতার্কিকরা শুধু যুক্তিতর্কেই থেমে থাকেননি মেতে উঠেছিলেন নানা আনন্দ উল্লাসে

১৩ ডিসেম্বর

সকাল ১০টায় ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশনের চেয়ারম্যান একেএম শোয়েব জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিবসের কার্যক্রম উদ্বোধন করেন। পরে আয়োজন করা হয় বর্ণাঢ্য মিছিলের। মিছিল শেষে শুরু হয় ১ম রাউন্ড বিতর্কের ১ম সেশন। দুপুরের আহার শেষ হতে না হতেই বিতার্কিকদের ডাকা শুরু হয় ১ম রাউন্ড বিতর্কের ২য় সেশনের জন্য। এ পর্ব শেষে বিতার্কিকসহ সব অতিথীরা চলে যান জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় মুক্ত মঞ্চে। এখানে আয়োজন করা হয়েছিল প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় মুক্তমঞ্চের প্রতিটি আসন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে বিতর্কপ্রেমী দর্শকদের উপস্থিতিতে। ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন বাংলাদেশের চেয়ারম্যান একেএম শোয়েবের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক খন্দকার মুস্তাহিদুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন ব্যাংক আল ফালাহ্ লিমিটেডের কান্ট্রি হেড মাজেদুর রহমান, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য এবং প্রফেসর এনামুল হক এবং জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি ডিবেট অর্গানাইজেশনের সভাপতি আবদুল্লাহ আহমেদ চৌধুরী মামুন। প্রধান অতিথি দেশসেরা বিতার্কিক ও বিতর্ক সংগঠকদের জাহাঙ্গীরনগরের সবুজ ক্যাম্পাসে স্বাগত জানান। প্রতিযোগিতার আয়োজনের জন্য তিনি কেন্দ্রীয় বিতর্ক সংগঠন ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন বাংলাদেশের প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

দেশের চলমান প্রেক্ষাপটে একটি সুস্থ, সচেতন ও যুক্তিবাদী সমাজ গঠনে এবং পরমতসহিষ্ণু গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চায় বিতর্ক প্রতিযোগিতাটি এক নতুন দিগন্তের দ্বার উন্মোচন করবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে উপ-উপাচার্য প্রফেসর মোঃ এনামুল হক সমগ্র দেশের বিতার্কিকদের নেতিবাচক শক্তির বিরুদ্ধে একতাবদ্ধ হয়ে বিতর্ক আন্দোলনকে সামনের দিকে এগিয়ে নেওয়ার অনুরোধ জানান। ব্যাংক আল ফালাহ'র কান্ট্রি হেড মজিদুর রহমান বর্তমান জাতীয় প্রেক্ষাপটে এই প্রতিযোগিতার আয়োজনকে একটি অভিনন্দনযোগ্য প্রচেষ্টা হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ বিতর্ক আয়োজন '১ম ব্যাংক আল ফালাহ সার্ক বিতর্ক প্রতিযোগিতা-২০০৭'-এর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এবং সর্বোচ্চ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশনের বাংলাদেশের চেয়ারম্যান একেএম শোয়েব তার বক্তব্যে বলেন, এ আয়োজন আশান্ত এই সময়ে স্বপ্ন জাগানিয়া ভোরের সন্ধান দেবে। তিনি বলেন, 'অসহযোগীরাই আমাদের সংকল্পবদ্ধ করেছেন।' সভাপতির বক্তব্যে তিনি ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশনের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাগুলো উল্লেখ করেন। জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিটি ডিবেট অর্গানাইজেশনের সভাপতি আবদুল্লাহ আহমেদ চৌধুরী ওই আয়োজনে সহযোগিতার জন্য ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন বাংলাদেশকে অভিনন্দন জানান।

১৪ ডিসেম্বর

ইতিমধ্যে মূল প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে পড়েছে অনেক দল। শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ের দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু হয়েছিল এদিন সকাল ১০টায়। মধ্যাহ্ন বিরতির পর কোয়ার্টার ফাইনাল রাউন্ড, দম ফেলানোর সুযোগ ছিল না এদিন বিতার্কিকদের। সারাদিন কঠিন কঠিন বিষয়ে তর্কযুদ্ধ শেষে বিকাল ৫টায় আয়োজিত হয় ক্যাম্পাসে আনন্দ ভ্রমণের। কারও মুখে ছিল জয়ের আনন্দ, আবার কেউ কেউ ছিলেন পরাজয়ের বেদনায় কিছুটা বিমর্ষ। কিন্তু সমগ্র দেশ থেকে আগত বিতার্কিকদের নিজেদের মধ্যে ভাব-পরিচয় আদান-প্রদান সবকিছু ছাড়িয়ে তাদের সব দুঃখকষ্ট ভুলে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণা দেয়।

১৫ ডিসেম্বর

সকাল ১০টায় শুরু হয় প্রথম সেমিফাইনাল এবং ১১টা ৩০ মিনিটে শুরু হয় দ্বিতীয় সেমিফাইনালের। মধ্যাহ্ন বিরতির পর ছিল বারোয়ারি বিতর্ক। বিষয় 'অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি...'। এ পর্বে বিতার্কিকরা নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তিতে তাদের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। তিতার্কিকরা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্তিকে জাতীয় অর্জন বলে উল্লেখ করেন।'এর মাধ্যমে সমগ্র জাতিকে একই প্লাটফর্মে আসার আহ্বান জানান। বারোয়ারি বিতর্ক শেষে বিকাল ৫টা ৩০ মিনিটে মুক্তমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতার আকর্ষণীয় ফাইনাল বিতর্ক। সব দলকে পেছনে ফেলে প্রতিযোগিতার শ্রেষ্ঠত্বের লড়াইয়ে বিজয়ী হয় 'জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়' বিতর্ক দল। শ্রেষ্ঠ বক্তা নির্বাচিত হন জাবি'র আবদুল্লাহ আহমেদ চৌধুরী। বারোয়ারি বিতর্কে প্রথম স্থান অধিকার করে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, তৃতীয় স্থান অধিকার করে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের তার্কিক।

প্রতিযোগিতা শেষে শুরু হয় সমাপনী অনুষ্ঠান। সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বাংলাদেশের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. এম আসাদুজ্জামান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আফম ইউসুফ হায়দার, উপ-উপাচার্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রফেসর আতিকুর রহমান, মডারেটর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ডিবেট অর্গানাইজেশন। সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল ডিবেট ফেডারেশন বাংলাদেশের চেয়ারম্যান একেএম শোয়েব।